

মজদা

ফেরদৌস আরেফীন (abbe_hala@yahoo.com)
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক

২৯শে আগস্ট রবিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরে মেয়েটিকে ধর্ষন করে তিন নরপশু। এরপর তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে শরীর থেকে মাথা প্রায় আলাদা করে ফেলে রেখে যায় মীর মোশাররফ হোসেন হলের পিছের জঙ্গলে। এখানেই শেষ নয় এই পাশবিকতার। তিনদিন পর ঐ একই স্থানে গিয়ে তাকে জীবিত পেয়ে পশুগুলো তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর পরও বেঁচে গিয়েছে মেয়েটি। মৃতপ্রায় মেয়েটিকে প্রকৃতি তার পরম স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে আগলে রেখেছে তিনটি দিন শুধুমাত্র পশুগুলোর নাম পৃথিবীকে জানিয়ে যাবার জন্যে। জানিয়েছে সে - লিটন আর দেলোয়ারের নাম। দুজন পুরুষের নাম। মুসলমান নাম-পরিচয়ধারী দুই আজন্ম জারজের নাম। আমি আমার নিজের দিকে আয়নায় তাকাতে পারছি না। মা-বাবা-বোন-বন্ধু সবাইকে আমার মুখ দেখাতেও ঘৃণা হচ্ছে। কারন আমিও পুরুষ, আমিও মুসলমান নাম-পরিচয়ধারী কোনো একজন।

পত্রপত্রিকা আর ইন্টারনেটে বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে আরেকদল মুসলমান পুরুষদের সম্পর্কে - **জাঘত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ**। দলের নেতা **বাংলা ভাই**। তার পাশবিকতারও অনেক ছবি আর খবর দেখেছি। দেখেছি আর লজ্জায় গুটিয়ে গিয়েছি। আমিওযে ঐ পশুটার মতই মুসলমান পরিচয়েই টিকে আছি। যখন বাংলা ভাই নামক পশুটি তার পাল নিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে একের পর এক হিন্দু আর খৃষ্টান সংখ্যালঘু পরিবারের ভিটে, মেরে মৃতদেহটিকেও নিস্তার না দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে - তখন কি তাদের একবারের জন্যেও মনে হয়নি যে তারাও মানুষ, তারাও এ দেশের নাগরিক, তাদেরও আছে মা-বাবা-পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার? হয়নি। কারন বাংলা ভাইরা স্রেফ অমানুষ। এর বেশী আর কোন পরিচয়ই তাদের নেই, থাকতে পারে না। আমি আবারও লজ্জিত হই। কারন আমিও তাদের মতই পুরুষ, আমিও তাদের মত মুসলমান নাম-পরিচয়ধারী কোনো একজন। আরো লজ্জিত হই আমি বাঙালি বলে, বাংলাদেশের নাগরিক বলে। কারন আমি জেনেছি যে, এ দেশের নিরাপত্তা রক্ষীরাই নাকি বাংলা ভাইয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আমি জেনেছি যে, এ দেশের মন্ত্রী-মিনিস্টাররাই নাকি তার এক নাম্বার মদদদাতা। আমি জেনেছি যে, এ দেশের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকেও বিশাল একটা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দেয়া সম্ভব। তাই আমি আমার পুরুষত্ব আর ধর্মের মতনই আমার জাতীয়তা নিয়েও লজ্জিত হই।

পিরোজপুর নগরবড়ি হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী **গিতা রানী ব্যাপারি**। দিনমজুর বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল মেয়েটিকে নিয়ে। ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে শহরে গিয়েছিলো ডাক্তার দেখাতে। ছোট ভাইকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে তাকে উপর্যুপরি ধর্ষন করে দুই সহোদর ভাই মনির, মিন্টু এবং তাদের বন্ধু জাহিদ ও মুন্না - এই চার মুসলমান পুরুষরূপী পশু। আবার তাদের ক্ষমতার দাপটে প্রভাবিত হয়ে ডাক্তারও মিথ্যা রিপোর্ট বানিয়ে ফেলে অবলীলায়।

৩ আগস্ট ২০০৪ রাঙামাটিতে আরেক পাশবিক ঘটনা ঘটায় মুসলিম জঙ্গী একটি সংগঠন। সেখানকার ধান্দাছড়া গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার তামির আলির নেতৃত্বে শহিদুল, ইব্রাহিম, ইমদাদ সহ কয়েকজন মুসলিম জঙ্গী কয়েকটি চাকমা পরিবারের ওপর আচমকা আক্রমণ করে। কুপিয়ে জখম করে ১১ জনকে, ধর্ষন করে দুই মহিলাকে। মাত্র এগার বছরের শিশু **কম্পান চাকমা**ও রেহাই পায়নি পশুদের কোপের হাত থেকে। শিশুটির ডান

পা কুপিয়ে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে পশুর দল। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, এ ঘটনায় পুলিশ প্রকৃত অপরাধীদের শুধু প্রত্যক্ষ মদদ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, উপরন্তু গ্রেফতার করে দুজন আদিবাসী চাকমাকে। আবারও লজ্জিত হয় আমার পুরুষত্ব, আমার ধর্মপরিচয় এবং সর্বপরি আমার বাঙালী জাতীয়তা। আমি লজ্জায় কঁকড়ে যাই বার বার।

১১ই জুলাই ২০০৪ এ চুয়াডাঙ্গার গহীন গ্রাম চিতলা-নতুনপাড়ায় একটি হিন্দু সংখ্যালঘু পরিবারকে জিম্মি করে সন্ত্রাসীরা পরিবারটির ছয়জন গৃহবধুকে একসঙ্গে ধর্ষন করে। তিন বছরের শিশুকন্যার গলায় ছুরি ঠেকিয়ে শিশুটির মাকে ধর্ষনে বাধ্য করা হয়। ধর্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া তো দূরের কথা, পুলিশ মামলাই নিতে অস্বীকৃতি জানায়। লজ্জায়, অপमानে, ক্ষোভে পরিবারটি গ্রাম থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ পরিবারটির লজ্জা আবারও গ্রাস করে আমাকে।

এরকম আরো কয়েকশ উদাহরন টানা যায়। পত্রিকার পাতায় একের পর এক খবর আসে রূপগঞ্জের হিন্দু মেয়ে শিল্পী রানীর ধর্ষিতা হবার খবর; খুলনায় প্রতাপশালী মুসলিম ভুঁইয়া পরিবারের হাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা নিরঞ্জন দাসের খুন হওয়ার খবর; নড়াইলে চারটি গ্রামে একই সঙ্গে শতাব্দিক হিন্দু পরিবারের ওপর অকথ্য নির্যাতনের খবর; গর্ভবতী নারী বুড়ি ঘোষের ওপর নির্যাতন এবং ডাক্তারের চরম অবহেলায় তার মৃত্যুর খবর; হাফিজুর রহমান, আজাহার, মহিরুদ্দিন, মোজ্জার আলি ও মতি নামক পাঁচ পশু কর্তৃক যশোরের মোতবাড়িয়ায় সবিতা রানী বিশ্বাস ও কালিদাসী বিশ্বাসের উপর্যপুরি ধর্ষিত হওয়ার খবর ... এরকম শত শত লজ্জা আর গ্লানি মিশ্রিত খবর। আমি বার বার অবাক হয়ে দেখি অত্যাচারিরা শুধুই মুসলমান এবং পুরুষ। শোষিতরা সব আজবভাবে হয় সংখ্যালঘু, নয়তো নারী। আমি লজ্জা আর যন্ত্রনায় দিশেহারা হয়ে যাই। আমার মেরুদণ্ড সোজা থাকতে চায় না। আমার পুরুষত্ব আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। আমার ধর্মপরিচয় আমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন আমি অমানুষ। আমার জাতীয়তা আমার মধ্যে চোর চোর বোধের জন্ম দেয়। আমার ইচ্ছে করে যে বিশেষ অপেক্ষের জোরে আমি পুরুষ তা বিলুপ্ত করে দিই। আমি চাইলেও তা করতে পারি না। যে কোন ফরমে ধর্মের ঘরটা পুরন করার সময় আমার লিখতে ইচ্ছা হয় মানবধর্ম। তা তো পারিইনা, বরং **ধর্ম - ইসলাম** লিখে পাশে লিখতে হয় *সুন্নি*। এ যেন নিজেকে সুন্নি পরিচয় দিয়ে মোল্লাদের ‘কাদিয়ানী সম্প্রদায় অমুসলিম’ তত্ত্বের সঙ্গে নিজের সমর্থন প্রকাশ করার মতনই ব্যাপার। দেশের মন্ত্রীমহোদয়দের অসংযত কথামালা, নিরাপত্তা বাহিনীর দেশপ্রেমবর্জিত কিত্তিকলাপ আর চলমান সংস্কৃতির দেশবিমুখ পথচলা আমাকে আমার জাতীয়তা নিয়েও সন্দেহান করে তোলে। আবারও কোন ফরমে জাতীয়তার ঘরটিতে কি লিখবো তা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। জেনুয়ার পর থেকে বাবার মুখে শোনা বঙ্গবন্ধু, রবীঠাকুর, নজরুল, জীবনানন্দ - এ নামগুলো কেমন যেন অচেনা লাগে। বইয়ে পড়া মুক্তিযুদ্ধের কথাগুলো অবিশ্বাস্য লাগে। মুক্তিযুদ্ধের অর্ধযুগ পরে জন্মগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ ও এ দেশকে নিয়ে যে গৌরবান্বিত ইতিহাসগুলো জেনে এসেছি এতদিন, এসব দেখে তা যেন বিশ্বাস করতে চায়না আমার মন। ধর্ম নিয়ে সরকারের একপেশে কার্যকলাপ আমাকে প্রশ্নবদ্ধ করে - সত্যিই কি বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। হুমায়ুন আজাদের ক্ষতবিক্ষত চেহারা আমাকে বাধ্য করে এ প্রশ্ন করতে যে আদৌ কি আমরা স্বাধীন? আর জোর করে যদি বিশ্বাসও করি যে আমরা স্বাধীন, পরমুহূর্তেই আরেক নতুন প্রশ্ন সামনে আসে - আমরা কি ব্যর্থ জাতি? বাংলাদেশ কি ব্যর্থ রাষ্ট্র? আমি বার বার প্রশ্নবদ্ধ হই। এক পর্যায়ে আমার অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়ে। আবারও মনে হয় আমি সেই পুরুষের দলভুক্ত - যারা মা-বোনের সম্পর্কেও শারীরিক লোভে নিঙড়ে ফেলতে পারে। আমি সেই মুসলমানদেরই একজন - যারা মানবতাকে ইচ্ছামত দুই পায়ে মাড়িয়ে যেতে পারে। আমার লজ্জা আমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না। আমার লজ্জা আমার পরিচয়কে লুকিয়ে ফেলতে বলে। আমাকে বলে, এ জীবনের চেয়ে মৃত্যুও অনেক মূল্যবান, তুমি বরং মৃত্যুকেই বেছে নাও। আমি মরতেও পারি না। এ থেকে কি আমার কোনই মুক্তি নেই।